দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 09 MAR 2008

বেতাগীতে শিক্ষা সামগ্রীর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

বেতাগী (বরগুনা) উপজেলা সংবাদদাতা

নীতিমালা লঙ্ঘন করে বেতাগী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মোঃ জাহিদুল কবির তুহিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা লোপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন পিইডিপি-২ এর অর্থায়নে উপজেলার ৫৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতি সেট সামগ্রী বাবদ ১০ হাজার টাকা করে ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। টাকা বরাদ্দ পেয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মোঃ জাহিদুল কবির তুহিন নীতিমালা লঙ্ঘন করে নিজেই শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করেন। বরিশালের আর.এন সাপ্লাইয়ার্স কোম্পানী থেকে ঘড়ি, মিটারস্টিক, থার্মোমিটার, শিরিং ব্যালেন্স, কাঁচি, ম্যাগনেট, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, ফুটবল, ফাস্টএইড বক্স, জ্যামিতি বক্স, জেলা ও উপজেলা ম্যাপ, চার্টসহ ১৩টি আইটেমের শিক্ষা সামগ্রী কেনা হয়। বরাদ্দ অনুযায়ী সামগ্রী কিনে শিক্ষা কর্মকর্তা ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচলনা কমিটির সভাপতি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, প্রতি সেট শিক্ষা সামগ্রী ৪ হাজার টাকায় আত্মসাৎ করেছেন। নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে মালামাল ক্রয় করবেন বলে নির্দেশ ছিল। মালপত্রের গুণাগুণমান যাচাই বাছাই করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিলের অনুমোদন দেবেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে এর উল্টোটা। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিজেই মালামাল ক্রয় করে ভাউচারে স্বাক্ষর রেখে প্রধান শিক্ষকদের নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। এতে কতিপয় প্রধান শিক্ষক মাল গ্রহণ করলেও অনেকেই এ মাল গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদানের হুমকি দিচ্ছেন বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে আর.এন সাপ্লাইয়ার্সের মালিক প্রতি সেট সামগ্রীর মূল্য ৯ হাজার ৫ শত টাকায় সরবরাহের কথা জানালেও শিক্ষকরা মালামাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও যৌথ বাহিনীর প্রতিনিধি পরিদর্শন করে ৪ হাজার টাকার মালামাল হতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মোঃ জাহিদুল কবির তুহিন জানান, তিনি কোন শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করেননি। সবকিছু বিধি মোতাবেক হয়েছে কিনা তিনি সঠিক বলতে পারছেন না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোসেন আলী খোন্দকার অভিযোগের বিষয় আরো তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।